সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৮২
WEEKLY BOOKLET:382

চুরি ডাকাতি

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

চুরি ডাকাতি

দরূদ শরীফের ফযিলত

"সা'দাতুত দারাইন" কিতাবে বর্ণিত রয়েছে যে, جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলো اَفْشَكَا اِلَيْهِ الْفَقْرَ وَضِيْقَ الْعَيْشِ وَالْمَعَاشِ এবং দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও দুর্দশার অভিযোগ করলো তখন আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: اِذَا دَخَلْتَ مَنْزِلَكَ فَسَلِّمْ اِنْ كَانَ فِيْهِ اَحَدٌ اَوْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ اَحَدٌ অর্থাৎ যখন তুমি ঘরে প্রবেশ করো তখন اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলো, ঘরে কেউ থাকুক আর না থাকুক, অতপর, আমাকে সালাম দিবে এবং একবার قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পাঠ করবে, সে ব্যক্তি এমনই করবে আল্লাহ পাক তার জন্য রিযিকের পথ খুলে দিলেন এমনকি তার সহকর্মী ও আত্মীয়দেরও সেই রিযিক থেকে বরকত পৌঁছলো।

(সা'দাতুত দা'রাইন, পৃ: ৮৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সপ্তম আসমানের ফেরেশতা

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একবার তায়েফ থেকে সফরের জন্য একটি খচ্চর ভাড়ায় এনেছিলেন, খচ্চরটির মালিক ছিল ডাকাত, সে তাকে আরোহন করিয়ে চলতে লাগলো, এবং একটি নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে খচ্চর থেকে নামিয়ে দিল, এবং তার উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে তাঁর দিকে খঞ্জর নিয়ে এগিয়ে আসলো। সেখানে চারিদিকে লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, তিনি তাকে বললেন, হে লোক, তুমি যদি আমাকে হত্যা করতে চাও, তবে আমাকে দুই রাকাত নামায আদায় করার জন্য সময় দাও। সেই হতভাগ্য ব্যক্তি বলল; আচ্ছা, নামায পড়ে নাও, তোমার পূর্বেও মৃতদের অনেকেই নামায পড়েছিল, কিন্তু তাদের নামায তাদের জীবন রক্ষা করতে পারেনি।

হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন, আমি যখন নামায শেষ করলাম, তখন সে হত্যা করার জন্য আমার কাছে এলো। আমি يَاۤاَرۡحَمَ الرَّاحِمِيۡنَ বললাম, অদৃশ্য থেকে আওয়াজ ভেসে এলো, হে মানুষ, তুমি তাকে হত্যা করো না। এই শব্দ শুনে ডাকাত ভয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল, কাউকে দেখতে না পেয়ে সে আবার আমাকে হত্যা করতে এগিয়ে গেল, আমি আবার জোরে জোরে বললাম: "يَاۤاَرۡحَمَ الرَّاحِمِيۡنَ", তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো। তৃতীয়বার যখন আমি يَاۤاَرۡحَمَ الرَّاحِمِيۡنَ বললাম, তখন আমি এক ব্যক্তিকে ঘোড়ায় আরোহণ অবস্থায় দেখলাম, তার হাতে একটি বর্শা এবং বর্শার ডগায় আগুনের শিখা ছিলো। লোকটি আসা মাত্রই সেই ডাকাতের বুকে এমন জোরে বর্শা বিদ্ধ করল যে, বর্শাটি তার বুকে বিদ্ধ করে অপর দিকে বেরিয়ে গেল এবং ডাকাতটি মাটিতে

www.dawateislami.net

পড়ে মারা গেল। অতঃপর আরোহী লোকটি আমাকে বলল, তুমি যখন প্রথম বলেছিলে, يَاَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ, তখন আমি ছিলাম সপ্তম আসমানে, যখন তুমি দ্বিতীয়বার বললে يَاَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ তখন আমি ছিলাম দুনিয়ার আসমানে। যখন তুমি দ্বিতীয়বার يَاَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ বললে, তখন আমি তোমার নিকট তোমার সাহায্য করতে এসে গেলাম।

(আল ইস্তিয়াব ফি মা'রিফাতিল আসহাব, ২/১১৭। কারামাতে সাহাবা, পৃ: ৩২২)

মহান আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি রহম করুক এবং তাঁর ওসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কিউ কর না মেরে কাম বনী গাইব ছে হাসান
বান্দা ভি হো তো কেইসে বড়ে কারসায কা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

চোর-ডাকাতদের অত্যাচার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের বরকতময় নামের বরকতে বড় বড় বিপদ দূরীভূত হয়ে যায়। বাহ্যিক উপায় অবলম্বনের পাশাপাশি আল্লাহ পাকের নিকট নিজের সমস্যা দূর করার জন্য দোয়াও করা প্রয়োজন। অনেক সময় এমন অদৃশ্য সাহায্য করা হয় যে, বান্দা অবাক হয়ে যায়। এর আগের ঘটনায় নিষ্ঠুর ডাকাতের মৃত্যুর অত্যন্ত শিক্ষণীয় আলোচনা রয়েছে। আফসোস! নানা সমস্যা ও কষ্টের পাশাপাশি চোর-ডাকাতরা অস্ত্রের জোরে ছিনতাই করে নানা ধরনের মানসিক, শারীরিক ভোগান্তির পাশাপাশি মুদ্রাস্ফীতিতে পেরেশান মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করে রেখেছে। প্রতিদিনই চুরি-ডাকাতির খবর আসছে। বরং, এই ধরনের ভিডিও এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। কোথাও গরিবের ঘরে

www.dawateislami.net

ঢুকে মেয়ের যৌতুক জিনিস যা বাবা, ভাই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যোগাড় করে রেখেছে তা ডাকাতি করে নিয়ে যাচ্ছে আবার কোথাও পরিশ্রমী শ্রমিক মনের খুশিতে বেতন নিয়ে বাড়ি ফিরছে তো তার টাকা কেড়ে নিয়ে এই অত্যাচারীরা সেই গরিবের সুখকে নরখে পরিণত করছে। মনে রাখবেন! চুরি, ডাকাতি হারাম এবং জাহান্নামের নিয়ে যাওয়া মতো কাজ। সূরা বাকারার ১৮৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন:

وَلَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং পরস্পরের মধ্যে একে অপরের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।

তাফসীরে খাযাইনুল ইরফানে রয়েছে, উক্ত আয়াতে অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ গ্রাস করাকে হারাম বলা হয়েছে, সেটা লুঠপাট করে হোক বা ছিনতাই করে, চুরি করে বা জুয়ার বিনিময়ে বা হারাম তামাশার মাধ্যমে বা হারাম কাজের বিনিময়ে অথবা হারাম বস্তুর বিনিময়ে কিংবা ঘুষ বা মিথ্যা সাক্ষ্যের বিনিময়ে এসবকিছু নিষিদ্ধ ও হারাম করা হয়েছে।

(তাফসীরে খাযাইনুল-ইরফান, পারা: ২, ১৮৮ নং আয়াতের পাদটিকা, পৃ. ৫২)

যারা অন্যায় ও অনাচারের ঝড় তুলে অস্ত্রের জোরে বা অন্য কোনোভাবে চুরি-ডাকাতি করে তাদের উচিত আল্লাহ পাকের গোপন পরিকল্পনাকে (অর্থাৎ গুপ্ত সিদ্ধান্ত) কে ভয় করা, জীবনের কোন ভরসা নেই, মৃত্যু যেকোনো সময়, যেকোনো জায়গায় আসতে পারে, জানিনা কোন বুলেটে আপনার নাম লেখা আছে, পত্রপত্রিকায় এমন খবরও আসে যে, নিজের সহকর্মী ডাকাতের গুলিতে আরেকজন ডাকাত নিহত, কখনো চোর, ডাকাত, পুলিশের বুলেটের আঘাতে নিহত হয়। চোরদের অনিষ্টের জন্য এইটুকুই যথেষ্ট যে, আল্লাহ পাকের আখিরি নবী হযরত মুহাম্মদ

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন; আল্লাহ পাক চোরের উপর অভিশাপ দিয়েছেন। **(মুসলিম, পৃ. ৭১৬, হাদিস: ৪৪০৮)**

সাময়িক সুখ-শান্তি ও নশ্বর দুনিয়ার স্বার্থে যারা চুরি-ডাকাতির মাধ্যমে হারাম সম্পদ জমা করে, তাদের উচিত আল্লাহ পাককে ভয় করা এবং আল্লাহ পাকের দরবারে আন্তরিকভাবে তাওবা করা কারণ যদি আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যায়, তবে মৃত্যুর পর কী হবে? যদি কবর ও হাশরে আল্লাহ পাকের শাস্তিতে গ্রেফতার হয়ে যায় তাহলে কে তাদের বাঁচাবে? অল্প আহার করে হালাল জীবিকা উপার্জনের চিন্তাভাবনা করা উচিৎ, হারাম সম্পদ দ্বারা লক্ষ কোটি টাকা উপার্জন করে বিলাসবহুল জীবন যাপন করে নিলেও, একদিন তো মরতে হবে, কবরে ধন-সম্পদ সাথে যাবে না, যদি বিশ্বাস না করেন তবে মৃতব্যক্তির কাফন চেক করে দেখবেন? আপনি কি কখনও কাফনের মধ্যে পকেট দেখেছেন? জানি না কোন মযলুম ব্যক্তির অভিশাপ আপনার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে ধ্বংস ও বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায় কিনা, চোর, ডাকাতদের মতো এই ধরনের অত্যাচারীদের জীবন- মরণ উভয়টি অত্যন্ত নিন্দনীয় হয়ে থাকে। ইঁদুর বিড়ালের মতো লুকিয়ে জীবন যাপন করে। এবংকি মাঝে মাঝে পুলিশ বা জনতার হাতে এমন মর্মান্তিক মৃত্যু হয় যে, তা দেখে কলিজা কেঁপে ওঠে। আর সচরাচর এই হতভাগ্য মানুষগুলোর মৃত্যুতে মানুষের দুঃখও হয় না। আল্লাহ পাক সকল আশিকানে রাসূলকে হেফাযত করুক এবং আমাদেরকে সকলকে যালিমদের অত্যাচার, চোরী, ডাকাতি ইত্যাদি বিপদাপদ থেকে হেফাযত করুক। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ঈমান ও নিরাপত্তার সাথে সবুজ গম্বুযের ছায়ায়, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জলোওয়ায়

www.dawateislami.net

শাহাদাতের মৃত্যু নসিব করুক এবং উত্তমভাবে আমাদের দাফন জান্নাতুল বাকীতে হওয়ার সৌভাগ্য নসিব করুক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দুনিয়া মে হার আফত সে বাচাঁনা মাওলা
উকবা মে না কুছ রাঞ্জ দিখানা মাওলা
বেয়ঠো জু দরে পাক পয়ম্বর কে হুযুর
ঈমান পর উস ওয়াক্ত উঠানা মাওলা। **(হিদায়িকে বখশিশ, ৪৪৫ পৃ:)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ডাকাতদের পরিণাম

মানুষের উপর অত্যাচার অনাচারের ঝড় তুলে, ভয়ভীতি প্রদর্শন করে অস্ত্র প্রদর্শন করে হারাম সম্পদ উপার্জনকারীদের আল্লাহকে ভয় করা উচিত, কারণ চোর-ডাকাতদের ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসে মহা শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাছাড়া তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে কঠোর শাস্তি রয়েছে। ষষ্ট পারা সূরা মায়িদার ৩৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে:

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ؕ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

অনুবাদ: যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং রাজ্যের মধ্যে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে গুণে গুণে হত্যা করা হবে অথবা ক্রশবিদ্ধ করা হবে অথবা তাদের একদিকের হাত ও অপরদিকের পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। এটা দুনিয়ার মধ্যে তাদের জন্য লাঞ্ছনা এবং পরকালে তাদের জন্য মহা শাস্তি রয়েছে।

www.dawateislami.net

উক্ত আয়াতে ডাকাতদের শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

চুরি কাকে বলে?

চুরি বলা হয় অন্যের সম্পদ লুকিয়ে অন্যায়ভাবে নিয়ে নেয়া।

(বাহারে শরীয়ত, ২/৪১৩, অধ্যায়: ৯)

ইসলামী শাস্তির প্রজ্ঞা

ইসলাম প্রতিটি অপরাধের শাস্তি সেটার অবস্থা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রেখেছে, ছোট ছোট অপরাধের শাস্তি হালকা করেছে এবং বড় অপরাধের শাস্তি সেটার স্তর অনুযায়ী কঠোর রেখেছে, যাতে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মানুষ নির্ভয়ে শান্তি ও নিরাপদ জীবন যাপন করতে পারে। এ ছাড়া আরও অনেক প্রজ্ঞা আছে। ডাকাতির শাস্তির কথাই ধরুন যে, যতদিন তা বাস্তবায়িত হচ্ছিল ততদিন বাণিজ্য কাফেলাগুলো তাদের মূল্যবান যন্ত্রপাতি নিয়ে নির্ভয়ে যাতায়াত করত, যার ফলে বাণিজ্য ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতো এবং জনগণ অর্থনৈতিকভাবে অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠতো। এখন তো পরিস্থিতি এতটাই নাজুক হয়ে গেছে যে, কেউ ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে বের হলে পথেই তাকে লুঠপাট করে নেয়, কেউ পায়ে হেঁটে যাচ্ছে, তার নগদ টাকা ও মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে, কেউ বাসের যাত্রী হলে সেখানে সে নিরাপদ নয়, তার নিজের বাহনে আরোহন করলে সে নিজেকে আরো বেশি আতঙ্কিত মনে করে।

(তাফসীরে সিরাতুল-জিনান, ৬ পৃ:, আয়াত পাদটিকা: ৩৩, ২/৪২৩)

এয খাসায়ে খাসানে রাসূল, ওয়াক্ত দোয়া হে
উম্মাত পে তেরি আ-কে আজব ওয়াক্ত পড়া হে

www.dawateislami.net

অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করার ব্যাপারে ৭টি প্রিয় صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী:

(১) হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন; আল্লাহ পাক চোরের উপর অভিশাপ দিয়েছেন। **(বুখারী, ৪/৩৩০, হাদিস: ৬৭৮৩)**

(২) যে প্রকাশ্যে লুঠপাট করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। **(আবু দাউদ, ৪/১৮৪, হাদিস: ৪৩৯১)**

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন; অর্থাৎ যে যালিম প্রকাশ্যে বান্দাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেয় এবং জনগণ তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে, এ ধরনের অত্যাচারী আমাদের পদ্ধতি, আমাদের দলের বাইরে। ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য নয় কারণ এই অপরাধটি মন্দ আমল মন্দ আকিদা নয়। মনে রাখবেন, ডাকাতির শাস্তি ভিন্ন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড ও কার্যকর করা হবে। **(মিরআতুল মানাজিহ, ৫/৩০৫ সারসংক্ষেপ)**

(৩) চোর চুরি করার সময়, ডাকাত ডাকাতি করার সময় মুমিন থাকে না, কারণ মানুষ তাদের ধন-সম্পদের প্রতি আকুল দৃষ্টিতে তাকাতে থাকে, কাজেই এগুলো থেকে বেঁচে থাকো, এগুলো থেকে বেঁচে থাকো। **(বুখারী, ৩/৫৭৯, হাদিস: ৫৫৭৮। মুসলিম, পৃ: ৫২, হাদিস: ২০৭)**

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত আল্লামা মুফতী শরিফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, পরিপূর্ণ মুমিন হয়ে কেউ এই গুনাহ করতে পারবে না বা মুমিনের এই শান নয় যে, সে গুনাহ করবে। **(নুযহাতুল ক্বারী, ৫/৭৪৯)**

www.dawateislami.net

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন; এসব গুনাহের সময় অপরাধির ভিতর থেকে ঈমানের নূর বের হয়ে যায়, অন্যথায় এটা কুফরি নয়। ডাকাত প্রকাশ্যে মাল লুঠপাট করে এবং মালিকরা প্রতিহত করতে সক্ষম না হয়, অথবা তাদের সম্পদের দিকে আকুতির চোখে তাকিয়ে থাকে যে; হায়! আমাদের সম্পদ শেষ হয়ে গেছে। ডাকাতিতে তিনটি অপরাধ হয়: অন্যের সম্পত্তি অবৈধভাবে দখল করা, জনসম্মুখে সম্পত্তি আত্মসাত করা, হৃদয়ের কঠোরতা যে, মানুষের আকুতি এবং কান্নাকাটি সত্ত্বেও তার করুণা হয়না। সুতরাং এটি অনেকগুলো গুনাহের সমষ্টি, এটি মুমিনদের মর্যাদার পরিপন্থী। **(মিরআতুল মানাজিহ, ১/৭৩)**

হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন; এর অর্থ হলো, চুরি করার সময় এ গুনাহের অনিষ্টথায় তার থেকে ঈমানের নূর পৃথক হয়ে যায়, অতঃপর যখন সে এ গুনাহ থেকে তওবা করে, তখন তার ঈমানের নূর আবার তার কাছে ফিরে আসে। উল্লেখ্য, ডাকাতি করা, লুঠপাট করা, কারও জমি বা সম্পত্তি দখল করা, কারও কাছ থেকে কর্জ হিসেবে কোনো মালামাল নিয়ে তা ফেরত না দেওয়া, কারো কাছ থেকে ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ না করা, কারো আমানতে খেয়ানত করা ইত্যাদি এসবকিছুই চুরির মতো কবিরা গুনাহ, এবং এসব কিছু মহান আল্লাহ পাকের ক্রোধ এবং শাস্তিতে গ্রেফতার হওয়ার কারণ।

(জাহান্নাম কে খতরাত, ৩৯, ৪০ পৃ:)

চুরি কি রাহ মে চুপে হে আন্ধেরে হাজার
ঈমান কা নুর চমকতা হে রাস্তে কে পার

(৪) সকল মুসলমানের প্রিয় আম্মাজান হযরত বিবি আয়েশা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন, কুরাইশ গোত্রের এক মহিলা চুরি করে এবং তার পরিবালের

www.dawateislami.net

লোকেরা হযরত উসামা বিন যায়েদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে হুযুর নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছে সুপারিশ করতে বললেন। উসামা ইবনে যায়েদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সুপারিশ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বললেন: তুমি কি আল্লাহর সীমা হতে কোন সীমা সম্পর্কে সুপারিশ করছো? অতঃপর দাঁড়ালেন এবং খুতবা দিলেন, তারপর বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে এই বিষয়টি ধ্বংস করে দিয়েছে যে, যখন তাদের কোন সম্মানিত ব্যক্তি চুরি করতো তখন তাকে ছেড়ে দিত আর যখন কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করতো তখন তার উপর শাস্তি কায়েম করতো। আল্লাহ পাকের শপথ! যদি ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদও চুরি করতো তাহলে আমি তার হাতও কেটে দিতাম। **(বুখারী, ২/৪৬৮, হাদিস: ৩৪৭৫)**

হাদিসের ব্যাখ্যা: অপরাধীর প্রতি করুণা এই যে, তাকে পূর্ণ শাস্তি দেয়া, কেউ যেন কোনোভাবেই রেহাই না পায় যাতে দেশে শান্তি বজায় থাকে এবং এসব শাস্তি আল্লাহর হক, কারো ক্ষমা করার দ্বারা ক্ষমা হবে না। সায়্যিদা ফাতেমার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর নাম দ্বারা একথা বলা উদ্দেশ্য যে, শরীয়তের শাস্তির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পর্যায়ের লোকদেরও কোন ছাড় নেই মহান আল্লাহ পাক বলেন;

অনুবাদ: ﴿﴾ **(মিরআতুল মানাজিহ: ৫/৩০৯)**

(৫) আমি জাহান্নামে এক ব্যক্তিকে দেখেছি, যে তার বাঁকা লাঠি দিয়ে হজ্বযাত্রীদের জিনিসপত্র চুরি করতো, লোকেরা তাকে চুরি করতে দেখলে বলত, আমি চোর নই, এই জিনিস আমার বাঁকা লাঠিতে

www.dawateislami.net

আটকে গিয়েছিল। সে আগুনে তার বাঁকা লাঠিতে ভর দিয়ে বলছিলো; আমি বাঁকা লাঠিওয়ালা চোর।

(জামউল জাওয়ামে', ৩/২৭, হাদিস: ৭০৭৬)

হাদিসের ব্যাখ্যা: মুহাজিন (অর্থাৎ লাঠি) ওয়ালার[1] নাম হলো আমর ইবনে লাহা, যখন সে চলাফেরা করে তখন নাড়িভুঁড়ি টেনে নিয়ে যায়। আল্লাহর পানাহ! (Fashionable) রাজনৈতিক চোর ছিল যে হাজ্বীদের কাপড় এমনভাবে চুরি করত যাতে সে ধরা না পড়ে এবং চুরিও করে নেয়, মালিক দেখে ফেললে বলতো; আরে আমি তো জানতামই না যে, আপনার কাপড় আমার লাঠিতে আটকে গেছে। আর যদি না দেখে তাহলে সেটা তার হয়ে যেত। **(মিরআতুল মানাজিহ, ৪/৩১৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৬) অন্যায়-অবিচার কিয়ামতের দিন অন্ধকার রূপে হবে।

(মুসলিম, পৃ: ১০৬৯, হাদিস: ৬৫৭৭)

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী: হযরত আল্লামা মুফতী শরিফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: অত্যাচারী অত্যাচার করার কারণে একত্রে অনেকগুলো গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়, আল্লাহ ও রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবাধ্যতা, দুর্বল মুসলমানকেকষ্ট দেয়া, গালমন্দ

১. হাদিসে পাকে "মাহাজান" শব্দটি এসেছে, এটার মানে: এমন লাঠি যেটার চারপাশে লোহা লাগানো রয়েছে আর সেটা "হকীর" ন্যায় মোটা। **(আশআতুল লুমআত, ৩/৫৭ পৃ:)**

www.dawateislami.net

করে, মারধর করে বা সম্পদ আত্মসাৎ করে, বা একত্রে এসব কাজে লিপ্ত হওয়া, যা প্রায়ই দেখা যায়। তাই এর শাস্তিতে কিয়ামতের দিন অত্যাচারীর অত্যাচার অন্ধকারে পরিণত হবে এবং তাকে ঘিরে ফেলবে ।

(নুযহাতুল-ক্বারী, ৩/৬৬৮)

(৭) হারাম খাদ্য দিয়ে বেড়ে ওঠা দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

(মুসনদে আবি ইয়াআলা, ১/৫৭, হাদিস: ৭৯)

হাফিয শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহাবী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন: এ হাদিসের শাস্তির মধ্যে ডাকাত, চোর, কৌতুক অভিনেতা (Comedian), খেয়ানতকারী, জালিয়াতকারী (অর্থাৎ প্রতারক) এবং ঋণ নিয়ে অস্বীকারকারী, পরিমাপে কম প্রদানকারী, ত্রুটিপূর্ণ বস্তুকে ত্রুটি গোপন করে বিক্রয়কারী, জুয়া খেলোয়াড় এরা সকলে অন্তর্ভুক্ত। **(৭৬ কবীরা গুনাহ, পৃ: ৯০)**

"মিরাতুল মানাজিহ" গ্রন্থে বলা হয়েছে: কেরোসিনে ভেজানো কাপড় যেমন আগুনে দ্রুত পুড়ে যায়, তেমনি সুদ, ঘুষ, জুয়া, চুরি ইত্যাদি হারাম সম্পদ থেকে উৎপন্ন গোশত খুবা দ্রুত জাহান্নামের আগুনে পুড়ে যাবে, যেহেতু খাদ্য দ্বারা রক্ত আর রক্ত থেকে মাংস তৈরি হয়, তাই খাবার খুব পবিত্র হতে হবে, হারাম খাদ্যের প্রভাব পুরো শরীরে বিস্তার করে।

(মিরআতুল মানাজিহ, ৪/২৫৮)

পুরো কাফেলা একাকী লুণ্টনকারী ডাকাত

অনেক বড় আল্লাহর ওলী হযরত ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাওবার পূর্বে এত বড় ও ভয়ংকর ডাকাত ছিলেন যে, তিনি একাই পুরো কাফেলা লুঠ করে নিতেন। একবার একটি কাফেলা তাঁর এলাকার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলো, সেখানেই তাদের রাত হয়ে গেল। তিনি যখন

www.dawateislami.net

ডাকাতির নিয়্যত নিয়ে কাফেলার নিকট আসলেন, তখন কিছু কাফেলার লোকদের এটা বলতে শুনলেন যে, তোমরা এ লোকালয়ের দিকে যেও না, বরং অন্য পথ অবলম্বন করো। এখানে ফুযাইল নামক একজন ভয়ংকর ডাকাত বসবাস করে। তিনি যখন কাফেলার লোকদের নিকট থেকে এ কথা শুনলেন, তখন তার কম্পন শুরু হয়ে গেল, এবং উচ্চ স্বরে বললেন, হে লোক সম্প্রদায়, আমি ফুযাইল বিন আয়ায তোমাদের সামনে উপস্থিত রয়েছি, যাও, নির্ভয়ে ও শঙ্কাহীনভাবে চলে যাও, তোমরা আমার কাছ থেকে নিরাপদ রয়েছ। আল্লাহর পাকের শপথ! আজকের পর থেকে আমি আর কখনো আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা করব না। একথা বলার পর তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন এবং নিজের পূর্ববর্তী সকল গুনাহ থেকে তাওবা করে সৎ পথের পথিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। একটি রেওয়ায়েতে এটাও রয়েছে যে, তিনি সেই রাতে কাফেলার লোকদের আমন্ত্রণ জানালেন এবং বললেন: তোমরা নিজেদেরকে ফুযাইল বিন আয়ায থেকে নিরাপদ মনে কর, তারপর তাদের পশুদের জন্য খাদ্য আনতে গিয়েছিলেন। যখন ফিরে এলেন তখন কাউকে ২৭ তম পারা সূরা হাদীদের ১৬ নং আয়াত পাঠ করতে শুনলেন:

اَلَمْ یَاْنِ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঈমানদারদের জন্য কি এখনো ঐ সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর ঝুকে পড়বে আল্লাহ এর স্মরণে।

পবিত্র কুরআনের এই আয়াত প্রভাবের তীর হয়ে তার বুকে বিদ্ধ হয়ে গেলা। তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং তার কাপড়ে মাটি নিয়ে বললেন: হ্যাঁ, কেন নয়! আল্লাহ পাকের শপথ! এখন সময় এসে গেছে, এখন সময়

www.dawateislami.net

এসে গেছে, তিনি এভাবে কাঁদতে থাকলেন, অতঃপর সমস্ত গুনাহ থেকে তাওবা করে নিলেন। **(উয়ুনুল হিকায়াত, পৃ: ২১২)** আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি রহম করুক এবং তাঁর ওসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা করুন।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হও!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঘৃণ্য এবং হারাম কাজ চুরি ডাকাতি করতে গিয়ে চোর-ডাকাতকে তার মুসলমান ভাইদেরকে চোখ রাঙানো, ভীতি প্রদর্শন করা, ধমক দেয়া, আতঙ্কিত করা, গায়ে হাত দেয়া, অস্ত্র প্রদর্শন করা, সম্পদ আত্মসাৎ করা এবং ঘরের মহিলাদের অলংকার ইত্যাদি নেওয়ার জন্য তাদেরকে আহত করার মতো অসংখ্য গুনাহে লিপ্ত হতে হয়, অথচ আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমরা কি জানো মুসলমান কে? সাহাবায়ে কেরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ভালো জানেন। ইরশাদ করলেন, প্রকৃত মুসলমান হলো সে, যার জিহ্বা ও হাত থেকে (অন্য) মুসলমানরা নিরাপদ থাকে। ইরশাদ করলেন: তোমরা কি জানো মুমিন কে? সাহাবায়ে কেরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ভালো জানেন। তিনি বললেন: মুমিন তো সে, যার কাছ থেকে মুমিনগণ তাদের জান ও মাল নিরাপদ মনে করে। **(মুসনদে ইমাম আহমদ, ২/৬৫৪, হাদিস: ৬৯৪২)** অন্য হাদিসে এসেছে, হে আল্লাহর বান্দারা, ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হও, মুসলমান মুসলমানের ভাই, তার উপর অত্যাচার করবে না আর না তাকে লাঞ্ছিত করবে। **(মুসলিম, পৃ: ১০৬৪, হাদিস: ৬৫৪১)**

www.dawateislami.net

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুসলমানকে ভীতি প্রদর্শন করো না! কারণ মুসলমানকে ভয় দেখানো অনে বড় অন্যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩/৩৮৬, হাদিস: ৪৩০১)** যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনো মুসলমানের দিকে চোখ রাঙিয়ে তাকাবে, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তার বিনিময়ে তাকে ভীতসন্ত্রস্ত করবেন। **(মু'জামুল কবীর, ৮/১১৬, হাদিস : ৭৫৩৬)**

হতভাগ্য মানুষ

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ اٰذٰى مُسْلِمًا فَقَدْ اٰذَانِىْ وَ مَنْ اٰذَانِىْ فَقَدْ اٰذَى اللهَ যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল, আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে আল্লাহ পাককে কষ্ট দিল। **(মু'জামুল আওসাত, ২/৩৮৬, হাদিস: ৩৬০৭)** যে ব্যক্তি আল্লাহকে কষ্ট দিবে, অবশেষে আল্লাহ পাক তাকে শাস্তিতে গ্রেফতার করবেন। **(তিরমিযী, হাদিস: ৫/৪৬৩, হাদিস: ৩৮৮৮)**

হযরত আল্লামা ইসমাইল হাক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুমিনদের কষ্ট দেয়া মূলত রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কষ্ট দেয়া আর রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কষ্ট দেয়া মূলত আল্লাহ পাককে কষ্ট দেয়ার নামান্তর। সুতরাং যেভাবে আল্লাহ ও রাসূলকে কষ্ট প্রদানকারী দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশাপ পাওয়ার যোগ্য তদ্রূপ মুমিনদেরকে কষ্ট প্রদানকারী ও উভয় জগতে অভিশপ্ত ও লাঞ্ছিত হওয়ার যোগ্য।

(তাফসীরে রুহুল বয়ান, পারা ২২, ৫৮ নং আয়াতের পাদটিকা: ৭/২৩৯)

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: জাহান্নামীদের উপর চুলকানির শাস্তি আরোপ করা হবে তখন তারা নিজেদের শরীর চুলকাতে থাকবে এমনকি তাদের মধ্য থেকে একজনের চামড়ার হাড় প্রকাশ পেয়ে যাবে তখন তাকে ডাকা হবে, হে অমুক, তুমি

www.dawateislami.net

কি এতে কষ্ট পাচ্ছ? সে বলবে জ্বি হ্যাঁ, আহ্বানকারী বলবে: তুমি মুসলমানদের কষ্ট দিতে, এটাই তার শাস্তি। **(ইহইয়াউল উলূম, ২/২৪২)**

হামেশা হাত ভালায়ী কে ওয়াস্তে উঠে
বাঁচানা যুলম ও সিতম ছে মুঝে সদা ইয়া রব

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ৭৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের উদারতা ও অমুখাপেক্ষিতার মহিমায় বিসর্জন হোন! যখন তিনি করুণা প্রদর্শন করেন তখন কীরূপ করুণা প্রদর্শন করেন, মলফুযাতে আ'লা হযরতে রয়েছে:

ডাকাত ওলী হয়ে গেল

ইমামে আহলে সুন্নাত, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আল্লাহ পাকের হিদায়ত দিতে বেশি সময় লাগে না। হযরত আবু বকর ইবনে হাওয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه পূর্বে দস্যু ছিলেন, অসংখ্য কাফেলা একাই লুণ্ঠন করে নিতেন। একবার একটি কাফেলা অবস্থান করল, তখন তিনি সেখানে পৌঁছলেন, একটি তাঁবুর কাছে গেলেন, সেই তাঁবুতে একজন মহিলা তার স্বামীকে বলছিল: সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে এবং এই জঙ্গলে আবু বকর বিন হাওয়া প্রভাব রয়েছে আর এমন যেন না হয় যে, সে চলে আসে! শুধুমাত্র এই কথাটি তার হিদায়েতের মাধ্যম হয়ে গেল, তিনি নিজেকে সম্বোধন করে বললেন, হে আবু বকর! তোর অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, তাঁবুর মহিলারাও তোকে ভয় পায় অথচ তুই আল্লাহকে ভয় করিস না। তিনি তখনই তাওবা করে ঘরে ফিরে গেলেন, রাতে যখন ঘুমালেন তখন

www.dawateislami.net

স্বপ্নযোগে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত নসিব হল। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم র সাথে আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ছিলেন। তিনি বললেন: বায়আত করে নিন। তিনি বললেন: তোমার কাছ থেকে তোমার সমনাম বায়আত গ্রহণ করবে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বায়আত গ্রহণ করেন এবং তাঁর ইমামা মুবারক তাঁর মাথার উপর রাখেন। ঘুম ভাঙার পর দেখতে পেলেন পাগড়ী মুবারক সেখানেই ছিল। হাওয়ারীয়া সিলসিলা তার মাধ্যমেই সূচনা হয়।

(জামে' কারামাতে আউলিয়া, ১/৪২৫। মলফুযাতে আ'লা হযরত, পৃ: ৪৪৫)

আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি রহম করুক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জাহান্নামের উত্তপ্ত পানি

সুলতানুল ওয়ায়েযীন মাওলানা আবুন নূর বশীর কোটলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন: যারা সুদ, ঘুষ, আত্মসাৎ ও অন্যান্য অবৈধ উপায়ে যত সম্পদ অর্জন করেছে এবং খেয়েছে, কাল কিয়ামতের দিন যখন সম্রাটদের সম্রাট (মহান আল্লাহ পাক) তাদেরকে জাহান্নামের ফুটন্ত পানি পান করাবেন, তখন সেখানে এই সমস্ত হারাম সম্পদ বমি করবে এবং চোর ধরা হবে, সুতরাং আজই তাওবা করে পাকস্থলী পরিষ্কার করা উচিত।

(সত্য কাহিনী, ৩/৩১৬)

চোর, ডাকাতের চেয়েও নিষ্ঠুর

তাফসীরে কুরতুবীতে রয়েছে: যে চোর ও ডাকাত মুসাফির ও শহরবাসী থেকে লুঠপাট করে তাদের উপর নিপীড়ন করে তারা সবাই

www.dawateislami.net

অত্যাচারীর মধ্যে শামিল। তাদের সকলের উপর আল্লাহ পাক কোন অত্যাচারী শাসক নিয়োগ করে দিবেন।

(তাফসীরে কুরতুবী, পারা: ৮, ১২৮ নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/৬২)

অন্যায়ভাবে হত্যা করার গুনাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিছু পশুরূপী চোর, ডাকাত নিজেদের জন্য জাহান্নামের আগুন বাড়ানোর জন্য হত্যা করা থেকেও বিরত থাকে না এবং এভাবে সম্পদ ও ধন-সম্পদের পাশাপাশি কখনো কখনো ঘরের একমাত্র উপার্জনকারী (অর্থাৎ ঘরের ভরণ পোষণকারী) কে শহীদ করে কোনো নারীকে বিধবা ও শিশুদেরকে এতিম করে দেয়। অনেক সময় চোর ধরা পড়ার ভয়ে বা সামনে থেকে প্রতিরোধের কারণে সামনের ব্যক্তিকে আহত বা শহীদ করে পালিয়ে যায়, তারা মনে করে যে, আমরা মনে হয় ধরা পড়া থেকে বেঁচে গেছি, কিন্তু মনে রাখবেন, দুনিয়াতে পুলিশ বা আইনের হাত থেকে রেহাই পেলেও এই হারাম কাজ থেকে তাওবা ও তাওবার শর্ত পূরণ না করার কারণে কিয়ামতের দিন এমন স্থানে বন্দি হয়ে যাবে যেখান থেকে কেউ তাকে উদ্ধার করতে পারবে না। দুনিয়াতে কখনো কখনো ঘুষ বা প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে জেল থেকে বের হলেও কিয়ামতের শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না। কোনো মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা কবীরা গুনাহ। কুরআন ও হাদিসে এ গুনাহের জন্য কঠোর শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে যেমন:

পারা: ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৯৩ তে এভাবে বলা হয়েছে:

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে জেনে বুঝে হত্যা করে তবে তার বদলা জাহান্নাম দীর্ঘদিন তাতে

www.dawateislami.net

وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا

থাকবে এবং আল্লাহ তার উপর রুষ্ট হয়েছেন এবং তাকে অভিশম্পাত করেছেন আর তার জন্য তৈরি করে রেখেছেন মহা শাস্তি।

অন্যায়ভাবে খুন করার শাস্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানকে হত্যা কোনো সাধারণ বিষয় নয়, আজকাল ছোটখাটো ইস্যুতে হত্যা, গুন্ডামি, সন্ত্রাসী, ডাকাতি, পারিবারিক মারামারি, কুসংস্কারমূলক মারামারি ব্যাপক হয়ে গেছে। মুসলমানদের রক্ত পানির মতো ঝরছে। মৃত্যুর পর খুন করার শাস্তি সহ্য করা যাবে না। রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: যদি যমিন ও আসমানবাসী কোন মুসলমানকে হত্যা করার জন্য একত্রিত হয়, তবে আল্লাহ তাদের সবাইকে মুখ বন্ধ করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। **(মু'জামুস সগীর, ২/২০৫)** অন্য হাদিসে এসেছে: একজন মুমিনকে হত্যা করা আল্লাহর কাছে দুনিয়া ধ্বংসের চেয়েও বড়। **(নাসায়ী, পৃ: ৬৫২, হাদিস: ৩৯৯২)**

কর লে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ী
কবর মে ওর না সাযা হুগী কড়ী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাশরের ময়দানে লাঞ্ছনা ও অপদস্ততা

ইমাম শরফুদ্দিন হোসাইন ইবনে মুহাম্মদ তীবী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি দুনিয়াতে যাকাত বা অন্য কোন সম্পদ চুরি করবে, সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে আসবে যে, সে চুরি করা সম্পদ বহন করবে। যদি সে সম্পদ কোন পশু হয় তাহলে সে পশু উচ্চস্বরে চিৎকার করতে

www.dawateislami.net

থাকবে এবং তাকে সমস্ত হাশরবাসী চিনে নেবে (যে সে চোর) যাতে সে অত্যন্ত লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়। **(শরহে তীবী, ৪/১৭, হাদিসের পাদটিকা: ১৭৭৯)**

শাহাদাতের মর্যাদা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি কোন ব্যক্তির সম্পদ চুরি হয়ে যায় এবং সে সে ধৈর্যধারণ করে, তবে সে সদকার সাওয়াব পাবে, আর যে ব্যক্তি তার সম্পদ বাঁচাতে, নিজের জীবন বা তার পরিবারের জীবন বাঁচাতে নিহত হয় সে শহীদ, যেমনটি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষার জন্য নিহত হয় সে শহীদ, যে নিজের জীবন রক্ষার জন্য নিহত হয় এবং সেই শহীদ যে তার দ্বীন রক্ষার জন্য নিহত হয়। যে তার দ্বীন রক্ষার্থে নিহত হয় সে শহীদ। আর যে তার পরিবারকে বাঁচাতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ।

(তিরমিযী, ৩/১১২, হাদিস: ১৪২৬। নাসায়ী, পৃ: ৬৬৭, হাদিস: ৪১০১)

চমৎকার চিন্তাধারা

হযরত আহমদ বিন হারব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এলাকায় এক ব্যক্তির বাড়িতে চুরি হলো। তিনি তার বন্ধুদের সাথে তাকে সমবেদনা জ্ঞাপন করার জন্য গেলেন। প্রতিবেশী অত্যন্ত প্রফুল্লতার সাথে তাদের অভ্যর্থনা জানাল। হযরত আহমদ ইবনে হারব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমরা তোমার চুরির ব্যাপারে নিন্দা জানাতে এসেছি, প্রতিবেশী বলল, আমি তো আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি এবং আমার উপর তাঁর তিনটি শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। একটি হলো, অন্যরা আমার সম্পদ চুরি করেছে, আমি নই। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, এই মুহূর্তে আমার অর্ধেক সম্পদ অবশিষ্ট

www.dawateislami.net

রয়েছে, তৃতীয়টি হচ্ছে, আমার পার্থিব ক্ষতি হয়েছে এবং আমার দ্বীন আমার নিকট রয়েছে। **(সত্য ঘটনা, ৪/১৪২)**

আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি দয়া করুক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আহ! দৌলত কি হেফাযত মে তো সব হে খোসা
হিফযে ইমাঁ তাসাউর হি মিঠা জাতা হে

سُبْحَانَ الله আল্লাহ ওয়ালাদের কী চমৎকার চিন্তাধারা যে, সম্পদ চলে গেছে, কিন্তু ঈমান তো নিরাপদ, "কিছু সম্পদ" গেছে, সমস্ত সম্পদ তো যায়নি। আল্লাহর নেক বান্দারা মুখে অভিযোগের শব্দাবলি আনেন না, সর্বাবস্থাতেই তারা ধৈর্যধারণ করেন এবং প্রতিদান পেয়ে থাকেন। ঈমান অমূল্য সম্পদ, সেটা যদি নিরাপদ থাকে তাহলে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই, আমাদের ও উচিত নিজেদের ঈমান রক্ষার বিষয়ে চিন্তা করা।

ইয়া খোদা জিসম মে জব তক কে মেরি জান রেহে
তুঝ পে সদকে তেরে মাহবুব মে কোরবান রেহে
কুছ রেহে ইয়া না রেহে, পার ইয়ে দোয়া হে কে মেরি
নাযআ কে ওয়াক্ত সালামত মেরা ঈমান রেহে

চোরের জন্য দোয়া

একবার হযরত রাবী বিন খুছাইম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ঘোড়া চুরি হয়ে গেল, সঙ্গীরা আরজ করলেন, হুযুর চোরের জন্য বদ দোয়া করুন। তিনি বললেন: না, বরং আমি তার জন্য দোয়াই করব। অতঃপর এভাবে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! চোর যদি ধনী হয়, তবে তার অন্তরকে তুষ্টতার

www.dawateislami.net

সম্পদ দ্বারা সমৃদ্ধ করো, আর যদি সে দরিদ্র হয় তবে তাকে ধনী বানিয়ে দাও। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ২/১৩০, ১৬৯৬)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ না করুন, যদি চুরি বা ডাকাতি হয়ে থাকে, তবে সবাইকে না বলে নিজের কষ্ট গোপন রেখে ধৈর্যধারণ করুন এবং প্রতিদান অর্জন করুন। মানুষকে বললে কেউ আপনার হারানো জিনিস ফিরিয়ে দিবে না, তবে অভিযোগের ক্ষেত্রে সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।

অত্যাচারের উপর ধৈর্যের ফযিলত

সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন আল্লাহ পাক সৃষ্টিকে একত্রিত করবেন, তখন একজন ঘোষণাকারী বলবেন: অনুগ্রহকারী লোকেরা কোথায়? তখন কিছুলোক দাঁড়াবে তাদের সংখ্যা খুবই অল্প হবে। তারা যখন দ্রুত জান্নাতের দিকে ছুটে যাবে, তখন ফেরেশতারা তাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং বলবে, আমরা দেখছি তোমরা দ্রুত জান্নাতের দিকে অগ্রসর হচ্ছো, তোমরা কারা? তারা উত্তর দিবে আমরা অনুগ্রহকারী লোক। ফেরেশতারা বলবে, তোমাদের অনুগ্রহ কী? উত্তরে তারা বলবে: যখন আমাদের উপর জুলুম করা হয়েছিল, তখন আমরা ধৈর্য ধারণ করেছি এবং যখন আমাদের সাথে অসদাচরণ করা হয়েছে তখন আমরা তা সহ্য করেছি। অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, জান্নাতে প্রবেশ করো, সৎকর্মশীলদের সাওয়াব কতই না উত্তম। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩/২৮১, হাদিস: ১৮)** আল্লাহ পাকের প্রিয় শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মযলুম যখন জুলুমের উপর ধৈর্যধারণ করে, তখন আল্লাহ পাক তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন । **(তিরমিযি, ৪/১৪৫, হাদিস: ২৩৩২)**

www.dawateislami.net

হে সবর তু খাযানায়ে ফেরদৌস ভাইয়ো
আশিক কে লব পে শিকওয়া কভী ভী না আ সাকে

ডাকাতের তাওবা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه, আশিকানে রাসূলের দ্বীনী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামের দ্বীনি পরিবেশের বরকতে অনেক বড় বড় চোর ডাকাতের সঠিক পথে আসার ঘটনা রয়েছে। দাওয়াতে ইসলামীর ওলামাদের সাথে যোগাযোগ নামে একটি মজলিসও রয়েছে, এই মজলিসের ইসলামী ভাইয়েরা বিখ্যাত দ্বীনি মাদ্রাসা জামিয়া রাশীদিয়ায় (পিরজো গোট বাবুল-ইসলাম সিন্ধু) গিয়েছিলেন। কথার প্রেক্ষাপটে সেখানকার শায়খুল হাদিস সাহেব এরকম কিছু বললেন: আমি আপনাদের কারাগারের দ্বীনি কাজের বিবরণ বর্ণনা করছি, পিরজো গোটের চারপাশে একজন ডাকাত ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল, আমি তাকে চিনতাম, দৈনন্দিন পুলিশের সাথে তার সাক্ষাত হতো, অনেকবার তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে কিন্তু বিভিন্ন প্রভাবশালী লোকের সাথে সম্পর্কের কারণে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়, অবশেষে কোন অপরাধের কারণে সে করাচি পুলিশের কাছে গ্রেফতার হয়, শাস্তি দেয়া হয় এবং জেলে নেওয়া হয়, সাজা ভোগ করার পর মুক্তি পাওয়ার পর সে আমার সাথে দেখা করতে আসে, আমি প্রথম দর্শনেই তাকে চিনতে পারিনি কারণ তার চেহারায় রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসার চিহ্ন নূরানী দাড়ি ঝলমল করছিল, মাথায় পাগড়ি শরীফের মুকুট, কপালে নামাযের নূর দৃশ্যমান ছিল, সে বললো, ! اَلْحَمْدُ لِلّٰه কারাগারের ভেতর আমি দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশ পেয়েছি।

www.dawateislami.net

আগার চোর ডাকু ভি আজায়েঙ্গে
তো সুধার জায়েঙ্গে গর মিলা দ্বীনি মাহল।
গুনাহগারো আও সিয়াকারো আও
গুনাহ হো দেগা ছোড়া দ্বীনি মাহল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ২০৩)

হালাল উপার্জন করুন

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: রুহুল কুদস (অর্থাৎ হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام) আমার অন্তরে গেঁথে দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না যতক্ষণ না সে তার রিযিক পূর্ণ হবে। মনে রেখো, আল্লাহ পাককে ভয় করো, রিযিক অন্বেষণে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো, এবং রিযিকে বিলম্ব হওয়া তোমাকে যেন এই বিষয়ের প্রতি প্ররোচিত না করে যে, তুমি আল্লাহ পাকের অবাধ্যতার মাধ্যমে রিযিক তালাশ করো । কারণ আল্লাহ পাকের নিকট থাকা বস্তুসমূহ তার আনুগত্য করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। **(শরহুস সুন্নাহ, ৭/৩৩০, হাদিস: ৪০০৮)**

হাদিসের ব্যাখ্যা: অর্থাৎ হালাল উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করো, হারাম পন্থা পরিহার করো। হারাম উপায়ে উপার্জন করা মানে সীমা লঙ্ঘন করা, এবং একেবারেই উপার্জন না করা, অলস বসে থাকা সীমাতিরিক্ত স্বল্পতা করা, মধ্যম পন্থা হলো, যদি কখনো জীবিকা কম উপার্জন হয় বা কয়েকদিন না হয় তবে চুরি, জুয়া, ঘুষ, বিশ্বাসঘাতকতা, আত্মসাৎ ইত্যাদি থেকে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করো না। হালাল কাজ করে যাও আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে আশা রাখো অর্থাৎ সবার জীবিকা আল্লাহরই নিকট, যদি তুমি সেটা হারাম পন্থায় উপার্জন করো তখন সেটা হারাম রূপে তোমার নিকট পৌঁছবে আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হবেন কিন্তু তুমি পাবে সেটাই

www.dawateislami.net

যা তোমার ভাগ্যে ছিল, পক্ষান্তরে যদি তুমি হালাল পন্থায় উপার্জন করো তবে সেটা হালাল রূপে তোমার নিকট পৌঁছবে এবং আল্লাহ পাক খুশি হবেন, তোমার ভাগ্যে যা আছে তাই তুমি পাবে। **(মিরআতুল মানাজিহ, ৭/১১৪)**

বড় বড় গোঁফ ওয়ালা বদমাশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা ইজতিমাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আপনিও আপনার শহরে অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করুন, এই ইজতিমার বরকতে কেমন পথভ্রষ্ট মানুষের জীবনে মাদানী বিপ্লব ঘটেছে তার একটি ঝলক লক্ষ্য করুন। একজন আলিম সাহেব যিনি দাওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগ তিনি বলেন, ১৯৯৫ সালে এক ব্যক্তি যার উপর একটি হত্যা মামলাসহ ডাকাতির প্রায় ১১টি মামলা ছিল। সে এক বছর কারাগারে ছিল এবং খাল বিভাগে চাকরি করতো। বেতন ছিল ৩০০০ টাকা, কিন্তু গাছ বিক্রি করে, চোরাই পানি ইত্যাদি দিয়ে মাসে ১০ হাজার পর্যন্ত আয় করতো, তার বড় বড় গোঁফ ছিল, তাকে যারা দেখে ভয় পেয়ে যেত, একদিন আমি তাকে ইনফিরাদি কৌশিশ তথা একক প্রচেষ্টায় বুঝিয়ে দাওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত দিলাম, কিন্তু সে আমার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে দিল, আমি হাল ছাড়িনি, বিভিন্ন সময়ে তাকে দাওয়াত দিতে থাকি, অবশেষে দুই বছরেরও অধিক সময়ের পর সে আমার দাওয়াত গ্রহণ করলো এবং রিভলভার নিয়ে ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলো, কাকতালীয়ভাবে সেদিন সেই আলিম সাহেবের বয়ান ছিল, যা জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে ছিল। জাহান্নামের ধ্বংসযজ্ঞ শুনে প্রচন্ড শীতের মৌসুমেও সেই বদমাশের ঘাম বের হয়ে গেল, ইজতিমার পর সে

www.dawateislami.net

কান্না করেছিল এবং বলছিল হায়! আমার কী হবে! আমি অনেক গুনাহ করে ফেলেছি। অতঃপর সে তিনদিন জ্বরের মধ্যে রইলো, সে তার গুনাহ সম্পর্কে তীব্রভাবে অনুতপ্ত হলো, সে তাওবা করলো এবং নামাযও শুরু করলো, দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার সে আবার ইজতিমায় উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করলো এবং জান্নাতের বিষয়ে বয়ান শুনে সে আশ্বস্ত হলো। ধীরে ধীরে তার মাঝে মাদানী রং আসতে শুরু হল, এমনকি সে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেল, দাড়ি ও পাগড়ি সাজানোর সৌভাগ্যও হয়েছিল তাঁর। এই বয়ান দেওয়ার সময়, সে দাওয়াতে-ইসলামীর দ্বীনি কাজে সম্পৃক্ত সাংগঠনিকভাবে বিভাগীয় পর্যায়ের মজলিসে খুদ্দামুল মাসাজিদের যিম্মাদার ছিল।

আগার চোর ডাকু ভি আজায়েঙ্গে
তো সুধার জায়েঙ্গে গর মিলা দ্বীনি মাহোল।
গুনাহগারো আও সিয়াকারো আও
গুনাহো দেগা ছোড়া দ্বীনি মাহল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ৬৪৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য কিছু রূহানী চিকিৎসা উপস্থাপন করা হচ্ছে। اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে জান, মাল, ঘর-বাড়ি ইত্যাদি নিরাপদ থাকবে।

চোর-ডাকাতদের কাছ থেকে সুরক্ষার ৬টি ওযীফা

(১) মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মিম্বরে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি রাতে ঘুমানোর সময় আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তাকে,

www.dawateislami.net

তার ঘর এবং আশেপাশের ঘরসমূহ সংরক্ষণ করবেন।

(শুয়াবুল ঈমান, ২/৪৫৮, হাদিস: ২৩৯৫)

হাদিসের ব্যাখ্যা: এর বরকতে পুরো এলাকায় চুরি, অগ্নিকাণ্ড, ঘরবাড়ি ধ্বসে যাওয়া থেকে বরং অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ - আপদ থেকে সকাল পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে এই আমলটি পরীক্ষিত। **(মিরআতুল মানাজিহ, ২/১২৬)**

(২) যদি তা লিখে ফ্রেম বানিয়ে ঘরের কোন উঁচু স্থানে ঝুলিয়ে রাখা হয় তবে সেই ঘরের লোকেরা কখনো অনাহারে থাকবে না, বরং জীবিকা নির্বাহে বরকত থাকবে এবং এ ঘরে কখনো চোর আসবে না।

(মাদানী পাঞ্জেসূরা, পৃ: ৩০)

(৩) "يَا جَلِيْلُ" দশবার পাঠ করে নিজের ধন-সম্পদ ও অর্থ ইত্যাদির উপর ফুঁক দিবে, اِنْ شَآءَ الله চুরি থেকে নিরাপদ থাকবে।

(মাদানী পাঞ্জেসূরা, পৃ: ২৮৯)

(৪) "سُوْرَةُ التَّوْبَة" লিখে বা লিখিয়ে প্লাস্টিকের প্রলেপ দিয়ে নিজ জিনিসপত্রে রাখুন اِنْ شَآءَ الله চুরি থেকে নিরাপদ থাকবে।

(পাখি ও অন্ধ সাপ, পৃ: ২৯)

(৫) সম্পদ চুরি হলে বা হারিয়ে গেলে এ আয়াতটি একাধিকবার পাঠ করলে পাওয়া যাবে, اِنْ شَآءَ الله

يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ
اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ

(পারা: ২১, সূরা লুকমান, আয়াত: ১৬) (পাখি ও অন্ধ সাপ, পৃ: ২৯)

(৬) যদি রাতে ঘুমানোর সময় ২১ বার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়ে নেন, তাহলে اِنْ شَآءَ الله সম্পদ চুরি হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবেন এবং আকস্মিক মৃত্যু থেকেও নিরাপদ থাকবেন। **(জান্নাতী জেওর, পৃ: ৫৭৯)**

www.dawateislami.net

শাজারায়ে আত্তারীয়ার মাদানী বাহার

করাচির নয়াবাদ এলাকার একজন ইসলামী ভাই কাদেরীয়া আত্তারীয়ায় মুরিদ ছিলেন, তিনি শপথ করে বলেছেন যে, একবার ডাকাতরা তাদের অফিসে এসে অস্ত্র প্রদর্শন করে লুঠপাট শুরু করে। তাঁর ভেতরের পকেটে ৯০ হাজার টাকা ছিল এবং সামনের পকেটে কয়েকটি নোট ছিল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه! তিনি নির্ভয় ছিলেন কারণ তিনি তাঁর শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়া থেকে এই দোয়াটি পাঠ করেছিলেন: بِسْمِ اللهِ عَلٰى دِيْنِىْ بِسْمِ اللهِ عَلٰى نَفْسِىْ وَوُلْدِىْ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ'' এ দোয়ার ফযিলত হলো, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার এ দোয়া পাঠ করবে, তার দ্বীন, ঈমান, জীবন-ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি নিরাপদ থাকবে। **(আল ওযীফাতুল করীমা, পৃ: ১৩)** ইতিমধ্যে এক ডাকাত তার কাছে এসে তার পকেট থেকে পঞ্চাশ (৫০) টাকা বের করলো, তিনি ভাবতে লাগলেন যে, ৯০ হাজার হোক বা পঞ্চাশ (৫০) টাকা এই দোয়ার বরকতে তো সবগুলো হেফাজত থাকা উচিত। সে ভাবতে ভাবতেই ডাকাতরা লক্ষ লক্ষ টাকা লুঠপাট করে নিয়ে চলে যাচ্ছিল তখন যে ডাকাত তার পকেট থেকে ৫০ টাকা বের করেছিল সে তার কাছে এসে বলতে লাগলো, মাওলানা! দোয়া করিও বলে পঞ্চাশ টাকা পকেটে ঢুকিয়ে দিল।

এ নিগাহবান তুঝ পে সালাত ও সালাম
দো'জাহা মে তেরে বান্দে হে সালামত মাহফুয

(যওকে নাত, পৃ: ১৪৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net